অধ্যায় ১

ভূমিকা

আন্তজার্তিক অঙ্গনে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বা ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা'র ধারণা এখন আর আগের মত অর্থ অনুদানমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে আটকে নেই, বরং তা থেকে বের হয়ে এটি এমন একটি বিষয়ে পরিবর্তিত হয়েছে যা একটি কোম্পানির কেন্দ্রীয় কর্মকান্ডের পরিচয় বহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। বিশ্ব দরবারে বর্তমানে 'ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা' পরিভাষাটি স্থানান্তরিত হচ্ছে 'সামাজিক দায়িত্বশীলতা' শব্দগুচ্ছটি দ্বারা, কারণ এটি ইতিমধ্যেই গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে যে কেবল একটি বড় কর্পোরেশন হওয়া নয়, একই সাথে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হওয়াটাও সকল প্রতিষ্ঠানের জন্যই কর্তব্যস্বরূপ। সামাজিক দায়িত্বশীলতা, ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা, মানবাধিকার, পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নৈতিকতা এগুলো সব বিষয়কেই সমৃদ্ধ করে। এছাড়াও, সামাজিক দায়িত্বশীলতা'র ওপর আন্তজার্তিক নির্দেশনা মান আইএসও ২৬০০০ প্রকাশিত হবার কারণেই সামাজিক দায়িত্বশীলতা শব্দটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

সামাজিক দায়িত্বশীলতার আন্তর্জাতিক মানদন্ড *(বাংলাদেশে আইএসও ২৬০০০ বাস্তবায়ন)* বইটি লেখা হয়েছে মূলত চারটি কারণে: প্রথমত, আইএসও ২৬০০০ সম্পর্কিত কোনো বই (তরজমা সহ) বাংলাদেশে নেই; দ্বিতীয়ত, সামাজিক দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে; তৃতীয়ত, এটি সুস্পষ্ট করে দেয়া যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো জনহিতকর কাজ করাই সিএসআর নয়, বরং এর একটি অংশ কেবল এবং চতুর্থত, কানাডিয়ান হাইকমিশন, ঢাকা, সামাজিক দায়িত্বশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে কাজ করে তার অংশ হিসেবে।

এই বইয়ে সিএসআর শব্দটি আমরা ব্যবহার করবো বাংলাদেশে বর্তমান সিএসআর এর প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী। এখানে সিএসআর বলতে প্রাতিষ্ঠানিক জনহিতৈকর কাজকেই বোঝায়। গরিব মানুষকে আর্থিক সাহায্য দেয়াটা অবশ্যই একটি ভালো কাজ, কিন্তু সেটিই সিএসআর এর সবকিছু নয়, বরং এর একটি অংশ মাত্র। সে কারণেই, এই বইটি এমনভাবেই লেখা হয়েছে যাতে এটি সামাজিক দায়িত্বশীলতার আন্তর্জাতিক অর্থকে ব্যাখ্যা করে এবং একই সাথে এটাও দেখায় যে বাংলাদেশী কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সমাজের প্রতি সততা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করেও লাভজনকভাবে ব্যবসা করতে পারে।